শতাক্ষী

আদ্যাশক্তি মহামায়া দেবী দুর্গার এক নাম 'শতাক্ষী'। কোনও সময়ে শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে জগৎ জলশূন্য হইলে পরে মুনিঋষিগণের প্রার্থনায় দেবী আদ্যাশক্তি অযোনিজারূপে উৎপন্না হন। তখন তিনি শতনেত্র দ্বারা মুনিগণকে অবলোকন করেন। সেইজন্য মুনি ও মানবগণ দেবীকে 'শতাক্ষী' নামে অভিহিত করেন।

একবার 'দুর্গম' নামক অসুর দেবগণকে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার আরাধনায় মগ্ন হন। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাহাকে বর দিতে উপস্থিত হইলে দুর্গম ব্রহ্মার নিকট হইতে সমুদয় বেদ যাচনা করেন এবং যাহাতে তিনি সকল দেবগণকেই পরাজিত করিতে পারেন, সেইরূপ বল প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা তাহার উভয় প্রার্থনাই পূরণ করেন। দুর্গম অসুর বেদ সকলের অধীশ্বর হওয়াতে পৃথিবীতে বেদ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে বেদাচারমূলক সমুদয় ক্রিয়া কর্মাদিও লোপ পায়। যাগযজ্ঞাদি সব বন্ধ হওয়াতে এবং তৎফলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির অভাববশতঃ তখন জগতে বৃষ্টিরও অভাব দেখা দিল। শতবর্ষব্যাপী এইরূপ অনাবৃষ্টি হইলে পরে তখন প্রাণীগণ সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ হিমালয়ের পার্শ্বদেশে গমন পূর্বক দেবী শিবানীর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী নিজ অদ্ভুতরূপে তাহাদের নিকট আবির্ভূত হইলেন। সেই চতুর্হস্তা দেবী দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে শরমুষ্টি ও কমল এবং বাম ভুজদ্বয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিনাশক-পুষ্প-পল্লব-ফলমূলাদি ও মহাশরাসন ধারণ করিয়াছিলেন। দেবী অনন্ত নেত্রা হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন! তখন তাঁহার অনন্তনেত্র সমুদয় হইতে নয়দিবস ব্যাপী নিরন্তর বর্ষণ হইতে লাগিল এবং নদনদী সমূহ পুনরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। পূর্বে দেবগণ দুর্গম অসুরের ভয়ে গিরিগুহাদিতে লুক্কায়িত ছিলেন। দেবীর কৃপা বরষণে তাঁহারা পুনরায় বহির্গত হইয়া তখন দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে 'শতাক্ষী' বলিয়া অভিবাদন বন্দন করিলেন।

('দেবীভাগবতম্' হইতে সংগৃহীত কাহিনী)

—মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী কেয়া